B.A 2nd Semester

Paper - BENGALI-HC -2016

Unit – III

সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা (রামেশ্বর শ')

বাংলা শব্দভাণ্ডার

ভাষার সম্মান নির্ভর করে তার প্রকাশ ক্ষমতার উপরে। যে ভাষা যত বিচিত্র ভাব ও বস্তু এবং যত গম্ভীর অনুভূতি প্রকাশ করতে সক্ষম সে ভাষা তত উন্নত। ভাষার এই প্রকাশ ক্ষমতার মূল আধার হল **শব্দসম্পদ**। ভাষার এই শব্দসম্পদ তিন ভাবে সমৃদ্ধ হয়।

ক) উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রাচীন শব্দের সাহায্যে ;

খ) অন্য ভাষা থেকে গৃহীত কৃতঋণ শব্দের সাহায্যে ; এবং

গ) নতুন সৃষ্ট শব্দের সাহায্যে।

উৎসগত বিচারের দিক দিয়ে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারকে প্রথমত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। সেগুলি হল----

ক) মৌলিক বা নিজস্ব

খ) আগন্তুক বা কৃতঋণ

গ) নবগঠিত

মৌলিক বা নিজস্ব শব্দ : যেসব শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (বৈদিক ও সংস্কৃত) থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে বাংলায় এসেছে সেগুলিকে মৌলিক (বা নিজস্ব) শব্দ বলে। এই উত্তরাধিকার-লব্ধ মৌলিক বা নিজস্ব শব্দগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়।---

RITA DEY

ক) তৎসম খ) অর্ধতৎসম ও গ) তদ্ভব

তৎসম : যেসব শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (বৈদিক ও সংস্কৃত) থেকে অপরিবর্তিতভাবে বাংলায় এসেছে সেগুলিকে **তৎসম** শব্দ বলে। যেমন--- জল, বায়ু, কৃষ্ণ, সূর্য, জীবন, মৃত্যু, বৃক্ষ, নারী, পুরুষ, লতা ইত্যাদি।

তৎসম শব্দ দুই প্রকার : সিদ্ধ তৎসম এবং অসিদ্ধ তৎসম

যেসব শব্দ বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় এবং যেগুলি ব্যাকরণ সিদ্ধ সেগুলি হল **সিদ্ধ তৎসম** শব্দ। যেমন--- সূর্য, নর, লতা ইত্যাদি।

যেসব শব্দ বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় না এবং যেগুলি সংস্কৃত ব্যাকরণ সিদ্ধ নয়, অথচ প্রাচীনকালে মৌখিক সংস্কৃতে প্রচলিত ছিল, সেগুলি হল **অসিদ্ধ তৎসম** শব্দ। যেমন--- ডাল (গাছের শাখা), ঘর, চল ইত্যাদি।

অর্ধতৎসম : যেসব শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (বৈদিক ও সংস্কৃত) থেকে মধ্যবর্তী স্তর প্রাকৃতের মাধ্যমে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে এবং আসার পরে কিঞ্চিত পরিবর্তন ও বিকৃতি লাভ করেছে, সেগুলিকে **অর্ধতৎসম** শব্দ বলে। যেমন--- কৃষ্ণ > কেষ্ট ; ক্ষুধা > খিদে ; রাত্রি > রাত্তির ; ইত্যাদি।

তদ্ভব : যেসব শব্দ সংস্কৃত থেকে মধ্যবর্তী স্তরে প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তন লাভ করে বাংলায় এসেছে, সেগুলিকে **তদ্ভব** শব্দ বলে। যেমন--- সংস্কৃত ধর্ম > প্রাকৃত ধম্ম > বাংলা ধাম ; সংস্কৃত কৃষ্ণ > প্রাকৃত কণ্ হ > বাংলা কানু ;

তদ্ভব শব্দ দুই প্রকার : নিজস্ব তদ্ভব এবং কৃতঋণ তদ্ভব

যেসব তদ্ভব শব্দ যথার্থই বৈদিক ও সংস্কৃতের নিজস্ব শব্দের পরিবর্তনের ফলে এসেছে সেগুলিকে **নিজস্ব তদ্ভব** শব্দ বলা হয়। যেমন--- উপাধ্যায় > উবজ্ ঝাঅ > ওঝা ; ইত্যাদি।

RITA DEY

কৃতঋণ তদ্ভব : যেসব শব্দ প্রথমে ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের অন্য ভাষা থেকে বা ইন্দো-ইউরোপীয় ছাড়া অন্য বংশের ভাষা থেকে কৃতঋণ শব্দ হিসাবে বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষায় এসেছিল এবং পরে প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তন লাভ করে বাংলায় এসেছে সেসব শব্দকে কৃতঋণ তদ্ভব বা বিদেশী তদ্ভব শব্দ বলে। যেমন ---

ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের অন্য ভাষা থেকে : গ্রীক দ্রাখ্ মে > সংস্কৃত দ্রম্য > প্রাকৃত দম্ম > বাংলা দাম ; ইত্যাদি।

ইন্দো-ইউরোপীয় ছাড়া অন্য বংশের ভাষা থেকে : অস্ট্রিক বংশ থেকে আগত সংস্কৃত ঢক্ক > প্রাকৃত ঢক্ক > বাংলা ঢাকা ; ইত্যাদি।

আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ : যেসব শব্দ সংস্কৃতের নিজস্ব উৎস থেকে বা অন্য ভাষা থেকে সংস্কৃত হয়ে আসেনি, অন্য ভাষা থেকে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে সেই শব্দগুলিকে আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ বলে। এই আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ দুই শ্রেণির --- দেশী ও বিদেশী।

দেশী শব্দ : যেসব শব্দ এদেশেরই অন্য ভাষা থেকে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে সেই শব্দগুলিকে দেশী শব্দ বলে। দেশী শব্দ দুপ্রকার--- অন্-আর্য এবং আর্য। যেমন----

অন্-আর্য দেশী শব্দ : অস্ট্রিক বংশের ভাষা থেকে ডাব, ঢোল, ঢিল, ঝোল , ঝিঙ্গা ইত্যাদি।

আর্য দেশী শব্দ : **হিন্দি** থেকে --- লগাতার, বাতাবরণ, সেলাম, মস্তান, দোস্ত, ঘেরাও ;

গুজরাতি থেকে ---- হরতাল ;--- ইত্যাদি।

বিদেশী শব্দ : যেসব শব্দ এদেশেরই বাইরের কোন ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে সেগুলিকে **বিদেশী শব্দ** বলে।

RITA DEY

যেমন---

ক) ইংরাজি থেকে--- স্কুল, কলেজ, চেয়ার, টেবিল, ফাইল, টিকিট ;--- ইত্যাদি।

খ) ইংরাজি থেকে অনূদিত শব্দ বা শব্দসমষ্টি--- বাতিঘর, সুবর্ণ সুযোগ ;--- ইত্যাদি।

গ) জার্মান থেকে --- জার, নাৎসী ইত্যাদি।

ঘ) পোর্তুগীজ থেকে --- আনারস, আলপিন, আলমারি, পেয়ারা, সাগু ইত্যাদি।

ঙ) ফারসী থেকে--- কুপন, কার্তুজ, রেস্তরাঁ ইত্যাদি।

চ) স্পেনীয় থেকে--- কম্ রেড ইত্যাদি।

ছ) ইতালীয় থেকে--- কোম্পানি, গেজেট ইত্যাদি।

জ) ওলন্দাজ থেকে--- ইস্কাবন, হরতন, রুইতন ইত্যাদি।

ঝ) রুশীয় থেকে—সোভিয়েত, বলশেভিক ইত্যাদি।

ঞ) চীনা থেকে--- চা, চিনি ইত্যাদি।

চ) বর্মী থেকে --- ঘুগনি, লুঙ্গি ইত্যাদি।

ছ) ফারসি থেকে--- সরকার, দরবার, বিমা, আমীর, উজীর, ওমরাহ, বাদশা, খেতাব ইত্যাদি।

জ) আরবী থেকে--- আক্কেল, কেতাব, ফসল, তামাসা, জিলা --- ইত্যাদি।

নব গঠিত শব্দ : এসব শব্দ ছাড়া বাংলায় কিছু নব গঠিত শব্দ আছে। নব গঠিত শব্দ দুপ্রকার--- অবিমিশ্র শব্দ এবং মিশ্র শব্দ।

অবিমিশ্র শব্দ : অনিকেত, অতিরেক--- ইত্যাদি।--- এগুলো হল অবিমিশ্র শব্দ।

RIA DEY

মিশ্র শব্দ : কিছু শব্দ ভিন্ন-ভিন্ন ভাষার উপাদানের সংযোগে গঠিত। এগুলিকে মিশ্র শব্দ বলে। যেমন—হেড (ইংরাজি)+ পণ্ডিত > বাংলা হেড-পণ্ডিত ; ফি (ফারসী) + বছর > ফিবছর (বাংলা)

(বি. দ্র. বিদেশী শব্দ যত যেখানে পাবে পড়বে। আমি যেগুলো লিখেছি এগুলো ছাড়াও অনেক বিদেশী শব্দ আছে।)

.....

RITA DEY